

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

26212 - যবে ব্যক্তরি যম্মায় রমযানরে কছুরো কাযা রয়ছে; কন্থু সবে ব্যক্তরি রোযার সংখ্যা মনবে করতবে পারছনে না

প্রশ্ন

আমি (জনকৈ নারী) কোন এক বছরে যবে দিনগুলতে আমার মাসকি পরিয়িড ছলি সবে দিনগুলতে রোযা রাখনি। এখন পর্যন্ত আমি সবে রোযাগুলো রাখতে পারনি; ইতিমধ্যে অনকে বছর গত হয়ে গেছে। রোযার যবে ঋণ আমার দায়িত্বে আছে আমি সেগুলোর কাযা পালন করতে চাই। কন্থু আমি জাননি যবে, কয়দিনের রোযা আমার যম্মাতে রয়ছে। এখন আমি কী করতে পারি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। অতপরঃ

আপনার উপর তিনটি বিষয় ওয়াজবি:

এক.

এ বলিম্ব করা থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং ইতিপূর্বে যবে কসুর ঘটছে সটোর জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে পুনরায় এমন কছিতে লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে মুমনিরা তোমরা সকল গুনাহ থেকে তাওবা কর; যাতবে করে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।"[সূরা নূর, আয়াত: ৩১] আপনি যবে বলিম্ব করছেন এটি গুনাহ। সুতরাং এ গুনাহ থেকে তাওবা করা ওয়াজবি।

দুই.

অনুমানকি সংখ্যক রোযা অবলিম্ববে সম্পন্ন করা। যহেতে আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যেরে বাইরে দায়িত্বারোপ করেন না। তাই

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আপনার ধারণায় যে কয়দিনের রোযা আপনি রাখেননি সে কয়দিনের রোযা কাযা পালন করুন। যদি ধারণা হয় যে, দশদিনের রোযা তাহলে দশদিন রোযা রাখুন। যদি ধারণা হয় এর চেয়ে বেশি কিংবা কম তাহলে আপনার ধারণা মতোভাবে রোযাগুলো পালন করুন। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্বারোপ করেন না।"[সূরা বাক্বারা, ২:২৮৬] এবং তাঁর বাণী: "তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর"।[সূরা তাগাবুন, ৬৪: ১৬]

তনি.

যদি আপনার সামর্থ্য থাকে তাহলে প্রতিদিনের বদলে একজন মসিকীনকে খাদ্য দান করুন। সবদিনের খাদ্য একজন মসিকীনকে দলিও চলবে। আর যদি আপনি গরীব হন এবং খাদ্য দান করতে না পারেন; তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার উপর রোযা রাখা ও তাওবা করা ছাড়া অন্য কিছু আবশ্যিক হবে না। সামর্থ্যবানকে খাদ্য দিতে হবে প্রতিদিনের বদলে স্থানীয় খাদ্যদ্রব্যের অর্ধ সা'। এর পরিমাণ হচ্ছে- দড়ে কলিও। আল্লাহই তাওফিকদাতা।